



“উগ্রবাদী মোল্লাদের বিরুদ্ধে সরকারের কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা উচিত”

ডাচ সংবাদ মাধ্যম ডি করেসপনডেন্ট-এর সাথে সাক্ষাৎকারের সময় হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) এর মন্তব্য

৯ অক্টোবর, ২০১৫ নুনস্পীটে অবস্থিত বায়তুন নূর মসজিদে ডাচ সংবাদ মাধ্যম ডি করেসপনডেন্ট (*De Correspondent*) আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব নেতা, পঞ্চম খলীফা, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) এর সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে।



সাক্ষাৎকার চলাকালীন মাননীয় হযুর (আই.) বলেন যে, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত সমর্থিত ইসলামের শান্তিময় ব্যাখ্যা সাম্প্রতিককালের হিংস্রতা এবং সংঘর্ষের প্রতিক্রিয়া নয়, বরং এর ভিত্তি হল আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতার দেয়া শিক্ষা এবং পথনির্দেশনা।

২০০৩ সালের ইরাক যুদ্ধ ইসলামের উপর আক্রমণ ছিল কি না, তা জিজ্ঞেস করা হলে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন যে, এটা কোন ধর্মযুদ্ধ না বরং ভৌগলিক রাজনীতির সাথে সম্পর্কযুক্ত যুদ্ধ ছিল।

আইএস অথবা দায়েশ (Daesh) নামে পরিচিত সন্ত্রাসী দল সম্পর্কে তাঁর মতামত জিজ্ঞেস করা হলে, হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“দায়েশ-এর মতো দলগুলো পবিত্র কুরআনকে সম্পূর্ণ ভুলভাবে ব্যাখ্যা করেছে। প্রকৃতপক্ষে জিহাদের অর্থ হল ভালো কিছুর জন্য সংগ্রাম করা কিন্তু সন্ত্রাসীরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য এর নিজস্ব হিংসাত্মক ব্যাখ্যা তৈরি করেছে।”

মাননীয় হযূর বলেন (আই.) যে পবিত্র কুরআনকে বুঝার চাবিকাঠি হল কোন্ প্রসঙ্গে কোন কথা তা বুঝার চেষ্টা করা আর তাই কোন নির্দিষ্ট উদ্ধৃতির ব্যাখ্যা করার আগে তার আগে এবং পরে কী লেখা আছে তা পড়ে নেয়া আবশ্যিক।

কিভাবে সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে, জিজ্ঞেস করা হলে মাননীয় হযূর (আই.) বলেন যে, সন্ত্রাসী দলগুলোর অস্ত্র সরবরাহের লাইন নষ্ট করে দেয়া; তাদের তহবিলের উৎসগুলোকে এবং কালোবাজারি লেনদেনের সুযোগ বন্ধ করে দেয়াটা অপরিহার্য।

হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) আরও বলেন যে, মুসলিম সরকারগুলোর তাদের দেশে উগ্রবাদী মোল্লাদের প্রভাবকে প্রতিহত করার জন্য “কঠোর ব্যবস্থা” গ্রহণ করা উচিত।

ইসলামের শান্তির বার্তা পৌঁছে দেয়ার জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের চলমান প্রচেষ্টার ব্যাপারে হযরত মির্যা মসরুর আহমদ (আই.) বলেন:

“আমরা কখনোই হাল ছাড়ব না এবং হতাশ হব না। বরং আমরা আমাদের ধর্মপ্রচারের কাজ চালিয়ে যাব এবং আমরা বিশ্বাস করি যে একদিন পরিবর্তন আসবেই। যদি এই প্রজন্ম না হয়, তাহলেও পরের প্রজন্ম ইসলামের সত্যকে বুঝতে আসবে।”

মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ফিরে আসার ব্যাপারে তিনি আশাবাদী কি না, তা জিজ্ঞেস করা হলে মাননীয় হযূর (আই.) বলেন যে, বর্তমান লক্ষণসমূহ খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয় এবং ভবিষ্যতে যুদ্ধ আরও বাড়ার ঝুঁকি আছে। এইভাবে, তিনি বললেন যে তিনি স্বপ্নমেয়াদে “আশাবাদী নন” কিন্তু আশা করেন যে মানুষ অবশেষে তাদের ভুল বুঝতে পারবে এবং সর্বশক্তিমান আল্লাহর নিকট ফিরে যাবে।